দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL. 8 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৬

296

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্বাচিত "English for today. Book seven" ১৯৯৯ সাল হতে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সিলেবাস ও Sample question দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে ইংরেজি উভয়পত্রেই Comprehension, Paragraph, Letter ও application থাকবে। (আলাদাভাবে কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র থাকবে না)। ইংরেজি কবিতা কেবল ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ দানের জন্য পড়ানো হবে। প্রশ্ন থাকবে না। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যই থাকে পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখে পাস করে সার্টিফিকেট পাওয়া। পরীক্ষায় প্রশ্ন না থাকলে সে বিষয়ে আনন্দ লাভের জন্য পড়ার প্রতি আগ্রহ তাদের কতটা হবে তা ভেবে দেখারও বিষয়। ইংরেজি উভয়পত্রেই একই ধরনের বিষয় থাকায় তা ২শ' নম্বরের না করে একপত্রে ১শ' নম্বরের করলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃতই হবে। প্রতিবছর ইংরেজিতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের বয়স, মেধা, আগ্রহের কথা বিবেচনা করে Sample question অনুযায়ী English for today থেকে ৫০ নম্বরের Comprehension, কবিতা থেকে প্রশ্ন, Paragraph, Letter, application-এর জন্য ৩০ নম্বর এবং essay লেখার জন্য ২০ নম্বর মোট ১শ' নম্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ছাত্রছাত্রীদের উপর থেকে পড়ার চাপ কমে এবং পাসের সুবিধা হয়। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের উপর থেকে অন্যান্য বিষয়ের চাপ কমাবার লক্ষ্যে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের জন্য সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়টি এবং চতুর্থ বিষয় হিসেবে নেয়া বিষয়টি তুলে দেয়া যায় যদি সংশ্লিষ্ট পুস্তক প্রণয়ন ও সিলেবাস প্রণয়নকারিগণকে বিবেচনা করার আবেদন রইল। সামাজিক বিজ্ঞানের বইটিতে প্রচুর পড়া শিখতে হয়। অপরদিকে সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়টি ও মানবিক বিভাগের জন্য যথেষ্ট কষ্টদায়ক বিষয়। বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ধর্মশিক্ষা তুলে নেয়া হয়ত সম্ভব হবে না। কেননা তাতে করে ধর্ম গেল বলে শোরগোল সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য কিছু ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দল তো ওঁৎপেতেই আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের বয়স কম বিধায় তাদের যেকোন বিষয় বাধ্যতামূলক পড়াতে সহজ। অথচ উচ্চাঙ্গ শিক্ষায় কিন্তু ধর্মশিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্তই অর্থাৎ ষোল বছরের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক, কৃষিবিদ, কিংবা রন্ধন ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে পারদর্শী করার কথা ভাবা হয়। তাদের বয়স, মেধা, আগ্রহ, আনন্দের কথা ভেবে দেখা হয় না। সকল বিষয়ই তাদের এই বয়সের মধ্যেই যেন শিখতে হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীই বাধ্যতামূলকভাবে একই বিষয় পড়ে যাতে বিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত থাকে। নবম শ্রেণীতে এসে তারা যদি নিজের মেধা, আগ্রহ অনুযায়ী পছন্দের বিষয় পড়ে তাতে অসুবিধে হবার কথা নয়। বিজ্ঞানে আগ্রহ কিংবা মেধায় কুলোবে না বলেই যারা মানবিক পড়তে চায় তাদের উপর সাধারণ বিজ্ঞানের বোঝা কেন চাপিয়ে দেয়া? অপরদিকে বিজ্ঞানে পড়ার আনন্দকে নষ্ট করে দেয় সামাজিক বিজ্ঞানের চাপ। মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য সাধারণ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান বিভাগরে জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়টি না থাকলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দের বিষয়টি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে অনুশীলন করার আগ্রহ পাবে বেশি। সত্যি বলতে কি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিষয়গত চাপের জন্য পড়ার চাপ অত্যন্ত বেশি। ফলে প্রতি বছর বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। প্রথাগত নিয়ম অনুযায়ী ১০০০ কিংবা ১১০০ নম্বরের মোট দশ কিংবা এগার বিষয় পড়তেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা থাকার যুক্তি নিশ্চয়ই থাকবে না। আধুনিক তথা বিজ্ঞানের যুগে প্রয়োজনীয় শিক্ষাই দরকার। সরকার বদলায়। শিক্ষানীতি বদলায়। পাঠ্যপুস্তক বদলায়। সিলেবাসও বদলায়। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর থেকে বিষয়ের চাপ কমেনি। শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার মানের উন্নতি হয়নি। ইতোপূর্বে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা চালু করে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মানের যে অবনতি ঘটেছে তার উন্নতির জন্য আপনার সমীপে বিনীত নিবেদন রইল।

সপ্নীল সৌরভ
অভয়দাস লেন, টিকাটুলি
ঢাকা-১২০৩।